2013/04/2020

নজরে

দামে হেশতলায়

গেল একটি চায়ের
ংশ। বৃহস্পতিবার
তলা থানার চকমির
গুদামে আগুন
দমকলের চারটি
াগুন নিয়ন্ত্রণে
রে। দমকল সূত্রের
প্রচুর দাহ্য বস্তু
আয়ত্তে আনা
রে দফায় দফায়
১৪টি ইঞ্জিন ঘন্টা
য় আগুন পুরোপুরি
হয়। গুদামের
তরফে জানানো
ন তাঁদের লক্ষাধিক
য়েছে।

জখম

ায় আহত হলেন
নেত্রীর ছেলে এবং
বুধবার রাতে,
কদম্বগাছির
কার ঘটনা। পুলিশ
রাতে বারাসত
ত সমিতির এক
হামলা চালায়
হন সদস্যার
বক। বৃহস্পতিবার
অভিযোগ করেন

ই-বরণ'

ধ্যাপক জামাই
তে পারেননি
জামাইয়ের অভাব
দ্ধ শ্বশুরমশাই
র অন্য ভাবে
লেন। দক্ষিণ
লিবাগানের
দে স্থানীয় এমন
জামাইদের
ন, যাঁদের
ান, কেউ বাড়ি
াজ বিলি
ন তাঁদের
লার বন্ধ।
ায়, "ওই ১২টি
দু'টি পরিবারে
ষষ্ঠী। মন
াবাদের। সবাই
হার হিসেবে
চারাও তুলে

ন্যবাদ

নুরোধে
নের
রে
আসার
ধন্যবাদ
পুরসভার
য়ারম্যান
জর জেনারেল
খা একটি

চিনা মাঞ্জায় দু'টুকরো প্রৌঢ়ের চোখের মণি

নিজস্ব সংবাদদাতা

কালবৈশাখীর আগে বুধবার সন্ধ্যায় বাড়ি পৌঁছনোর জন্য মোটরবাইকে সওয়ার হয়েছিলেন হাওড়ার সাঁকরাইলের বাসিন্দা, দক্ষিণ-পূর্ব রেলের কর্মী মার্কাস মুর্মু। কিন্তু বিদ্যাসাগর সেতুতে ওঠার পরেই চিনা মাঞ্জা সুতোয় ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল তাঁর নাক-মুখ। এমনকি, সুতোয় কেটে দু'টুকরো হয়ে গিয়েছে চোখের মণিও!

কর্তব্যরত পুলিশকর্মী এবং হেস্টিংস থানার ওসির তৎপরতায় মার্কাসকে দ্রুত এসএসকেএমের ট্রমা কেয়ার সেন্টারে ভর্তি করানো হয়। সেখানে তাঁর মুখে বেশ কয়েকটি সেলাই পড়েছে। বুধবার রাতে তাঁকে গার্ডেনরিচে রেলের হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। তাঁর অবস্থা সঙ্কটজনক বলে হাসপাতাল সূত্রে জানানো হয়েছে। সবচেয়ে চিন্তায় রেখেছে মার্কাসের চোখের অবস্থা।

আহতের স্ত্রী লীনা মুর্মু এ দিন জানান, বুধবার সন্ধ্যায় মার্কাস ফোন করে জানান, ঘুড়ির সুতোয় নাক-মুখ কেটে গিয়েছে। দেখতেও পাচ্ছেন না। এর পরে হেস্টিংস থানা থেকে ফোন করে লীনাকে দ্রুত এসএসকেএমে আসতে বলা হয়। লীনা বলেন, "পৌঁছে দেখি, ওর নাক-মুখ, চোখ রক্তে ভেসে যাচ্ছে। বাইকে বসা অবস্থাতেই মাঞ্জা সুতো ওর মুখে জড়িয়ে যায়। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পড়ে গেলে সুতো নাকে-গলায় আরও চেপে বসে।" লীনা জানান, এসএসকেএমে চোখের সমস্যা বোঝা যায়নি। রেলের হাসপাতালে ড্রেসিং করার সময়ে দেখা যায়, বছর ঊনষাটের মার্কাসের ডান চোখের মণি সুতোর চাপে কেটে দু'টুকরো হয়ে গিয়েছে। লীনা বলেন, "প্রাণে তো বেঁচে গেল, কিন্তু চোখের কী হবে! এই সুতো দিয়ে ঘুড়ি ওড়ানো বন্ধ হয় না কেন?"

গত কয়েক বছরে মা উড়ালপুল এবং বিদ্যাসাগর সেতুতে চিনা মাঞ্জা সুতো মুখে বা গলায় জড়িয়ে আহত হওয়ার একাধিক ঘটনা ঘটেছে। সম্প্রতি এ জে সি বসু রোড উড়ালপুলে মাঞ্জা সুতোয় গলা কেটে মৃত্যু হয় এক যুবকের। তবু পরিস্থিতি বদলায় না কেন? কলকাতা পুলিশের দাবি, মা উড়ালপুল এবং বিদ্যাসাগর সেতুতে ওঠার মুখে কড়া নজরদারি চালানো হয়। হেস্টিংস থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত

মৃ অ

নিজস্ব

মানসিক ভাবে
মৃত্যু ঘিরে রহস
জানায়, বুধবার
মেডিক্যাল কলে
মণ্ডল নামে ওই
প্রতিবেশীদের
লোভে পূর্ণেন্দু
লোকজনই খু
মৃত্যুর পরে তাঁর
মা, বাবা ও ভাই
প্রতিবেশীদের দ
ভিত্তিতে অস্বাভ
করে তদন্ত শুরু

তদন্তকারীর
ভাই তাঁকে মা
শাবল, বঁটি দি
অভিযোগ। মৃতে
চিহ্নও পাওয়া
রাতে পূর্ণেন্দুকে
করা হয়েছিল।
মণ্ডলপাড়া রোডে

এলাকা সু
পূর্ণেন্দুর মৃত্যুর খ
লোকজন ওই প
হন। পুলিশ ঘটন
সঙ্গে ধস্তাধস্তি
প্রতিবেশীরা। তাঁ
করে অভিযোগ
সমস্যায় আক্রান্ত
করা হয়েছে। প
ঘটনাস্থলে পৌঁছ

ছোঁ

মেহবুব

করোনায় ছোঁ
লকডাউন। তাই
আশীর্বাদের হাত
জামাইয়ের মাথ
হাত পৌঁছতে প
ডিজিটাল ব্যবস্থ
ওঠা বাঙালিকে
অনলাইনেই জ
করল করোনা-বি
বহু বাড়িতেই ভি
জামাইষষ্ঠী।

বারো মাসে
রাখা বাঙালির
করোনা ফিকে
দূরত্ব-বিধির প
বৈশাখ, হালখা
রবীন্দ্রজয়ন্তী—
গেল না জামাই
সকলে একসঙ্গে